সমকাল

তারিখ ... 29 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ২ ... কলাম ২ ...

প্রশ্নপত্র ফাঁসে শিক্ষক ছাত্রের সিন্ডিকেট

অধ্যক্ষসহ গ্রেফতার ৯

■ সমকাল প্রতিবেদক

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজবের মধ্যেই ফাঁসকারী চক্রের নয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাদের মধ্যে একটি কলেজের অধ্যক্ষসহ চার শিক্ষক ও ছাত্র রয়েছেন। ডিবি কর্মকর্তারা বলছেন, চক্রটি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বড় সিন্ডিকেট। গত সোমবার রাতে রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন– আশুলিয়ার গাজীরচট এএম স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোজাফফর হোসেন, শিক্ষক আতিকুল ইসলাম, অফিস সহকারী আবদুল মজিদ, সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল অ্যান্ড ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

প্রশ্নপত্র ফাঁসে শিক্ষক

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

কলেজের শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম, টঙ্গীর কোনিয়া কোচিং সেন্টারের শিক্ষক হামিদুর রহমান ওরফে তুহিন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী আরিফ হোসেন, সাইদুর রহমান, রাকিব হোসেন ও তানভীর হোসেন ওরফে জিএম সাগর। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মহানগর পুলিশের মিডিয়া সেন্টারে ওই নয়জনকে গ্রেফতারের তথ্য জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন ডিবি কর্মকর্তারা। এ সময় ডিবির যুগ্ম কমিশনার আবদুল বাতেন বলেন, সাধারণত তিনটি পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটিতে যারা থাকেন, তাদের কারও মাধ্যমে ফাঁস হতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রশ্নপত্র যেখানে ছাপাখানা থেকে এবং তৃতীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে পরীক্ষার কেন্দ্র-উপকেন্দ্রে প্রশ্নপত্র সরবরাহের সময়। গ্রেফতার হওয়া অধ্যক্ষ-শিক্ষকসহ ওই নয়জন তৃতীয় পর্যায়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত। ডিবির যুগ্ম কমিশনার বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের বেশ কয়েকটি চক্র রয়েছে। একটি চক্রের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন অধ্যক্ষ মোজাফফর। তিনি পরীক্ষার কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র নেওয়ার সময় ছবি তুলতেন। ওই ছবি তার সিন্ডিকেটের সদস্য শিক্ষক আতিকুলের কাছে পাঠাতেন। আতিকুল প্রশ্নের সমাধান করে তা একটি বিশেষ ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিনের কাছ পাঠাতেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অন্য একটি চক্রের নেতা শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম। তিনিও একই কায়দায় প্রশ্নপত্র ফাঁস করতেন। ডিবি কর্মকর্তারা বলছেন, চক্রটি প্রশ্নপত্রের সমাধান করে নিজের পরিচালিত ফেসবুকে দিত। ওই ফেসবুক পেজে প্রায় দুই হাজার সদস্য রয়েছে। ওই বিশেষ ফেসবুক গ্রুপের অ্যাডমিনের নাম জি এম সাগর। তিনি প্রশ্নপত্র ও উত্তরপত্র গ্রুপে দিয়ে ৫০০ থেকে পাঁচ হাজার টাকা করে আদায় করতেন। ওই টাকা পুরো চক্রের মধ্যে বণ্টন হতো।

ডিবি জানিয়েছে, চক্রটি ফেসবুক গ্রুপ, ইমো ও অন্যান্য অনলাইন যোগাযোগ মাধ্যম ঘেঁটে ২০১৬ সালের জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার বাংলা দ্বিতীয় পত্র, গণিত, ইংরেজি, কৃষি শিক্ষা, চারু ও কারুকলা, ২০১৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার উচ্চতর গণিত প্রথম পত্র, রসায়ন, জীববিজ্ঞান এবং চলতি বছরের এসএসসি পরীক্ষার বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম পত্র, ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র, গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান পরীক্ষার ভুয়া প্রশ্নপত্র ও পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁসের গুজবসংবলিত স্ক্রিনশট পাওয়া গেছে।